107

দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

বিদ্যালয় ও শিক্ষকের অভাব

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে

দেশের বিভিন্নস্থানে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবই–এর প্রধান কারণ।

নিজস্ব সংবাদদাতা পঞ্চগড় থেকে জানান, জনবলের অভাব এবং তদারকি ব্যবস্থা না থাকায় রাজশাহী বিভাগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। অথচ সরকারীভাবে এসব তদারকি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ মঞ্জুরি রয়েছে।

সরকার গত বছর সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করে। কিন্তু বাধ্যতামূলক বলার আগে বিশেষ করে তদারকি কর্মকর্তা ও শিক্ষাদানের জন্য যে জনবল প্রয়োজন ছিল তা পূরণ করা হয়নি। ফলে, বাধ্যতামূলক এই প্রাথমিক শিক্ষা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের বিভাগীয় অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১৬টি জেলায় ১৬ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের স্থলে বর্তমানে আছেন ১ জন। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ৮ জনের স্থলে বর্তমানে ১ জনও নেই। সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারের ১৬ টি পদের মধ্যে ২টি শূন্য। পিটিআই সুপারের ১১টি, ইনস্ট্রাক্টরের ২৬টি, থানা শিক্ষা অফিসারের ৩১টি এবং সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের ৯০টি ও উচ্চমান সহকারীর ৭টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে।

পাঠদানের জন্য যাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন সেসব শিক্ষকের পদও শূণ্য রয়েছে। গত বছর ৭শ' ৬১টি প্রধান শিক্ষকও ১ হাজার ৫শ' ৫১টি সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ করা হলেও এ পর্যন্ত সাড়ে ৩শ' শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

কুষ্টিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা কুষ্টিয়া থেকে জানান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলেও কুষ্টিয়া জেলার প্রায় ১ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

জানা যায়, কুষ্টিয়া জেলায় শিক্ষালাভের যোগ্য শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ।

জেলা সদর, কুমারখালী, খোকসা, ভেড়ামারা, মিরপুর ও দৌলতপুর থানার বিদ্যালয়গুলোতে এ পর্যন্ত যে সংখ্যক শিশু ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে এখন ৭৫ ভাগ ছাত্র–ছাত্রীই নিয়েমিত ক্লাস করছে। অবশিষ্ট ২৫ ভাগ শিশু প্রায় ১ মাস বই নিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া–আসার পর দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাবে এবং পিতামাতার অনুৎসাহের কারণে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।

এসব শিশু পিতামাতার কাজে সহযোগিতা করা ছাড়াও রাখাল, জুতা পালিশ, হোটেলের বয়, তামাক, বিড়ি ও আইসক্রীম ফ্যাক্টরী এবং বাসা–বাড়িতে কাজ করছে।

ভোলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ভোলা থেকে জানান, চরফ্যাশন পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডসহ থানার ১৪টি গ্রামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় প্রায় ১০ হাজার শিশু–কিশোর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবিহীন গ্রামগুলো হচ্ছে, চরমনোহর, উত্তর কুকুরী, চরফকিরা, করিমপুর, কুলসুমবাগ, চরমারা, চরহরিষ, চর নূরুদ্দীন ও ঢালচর।

অপরদিকে, গত আগস্ট মাসে থানা শিক্ষা অফিস প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে চর মোতাহার, চর লিউলিন, এর স্টীফেনা এবং চর পাতিলাসহ ১২টি গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাটোর

নিজস্ব সংবাদদাতা নাটোর থেকে জানান, জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্য আশানুরূপভাবে হচ্ছে না। অভিভাবকের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, শিক্ষক, ক্লাসরুম ও বেঞ্চের অভাব এবং সরকারী কর্মকর্তাদের উদাসীনতা –এর প্রধান কারণ।

সরকার গত বছর প্রতিটি জেলায় একটি করে থানায় এবং চলতি বছর দেশের প্রতিটি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে। সরকারী জরিপে বলা হয়, নাটোর জেলায় বর্তমানে ছয় হতে দশ বছর বয়সী স্কুলে যাবার উপযোগী ২ লাখ ১৫ হাজার ৯৩৪ জন শিশুর মধ্যে চলতি বছর ১ লাখ ৭২ হাজার ১৯১ জন স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ৪৩ হাজার ৭৪৩ জন শিশু বিভিন্ন কারণে স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি।

এ ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, সরকার দেশে বাধ্যতামূরক শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিলেও এক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা অন্তরায় হিসাব দেখা দিয়েছে।